গাংনীর সাহারবাটিতে বিএনপি নেতাকে গুলি, মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সহসভাপতি মুকুল হোসেনকে গুলি করেছে দূর্বৃত্তরা।
আজ সোমবার ভোর পাঁচটার সময় কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝামাঝি কাশেম মোড় নামক স্থানে এই গুলির ঘটনা ঘটে।
মুকুল হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক ও সাহারবাটি গ্রামের নেক মহাম্মদের ছেলে।
তার বুকে ও পিঠে পাঁচটি গুলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শিরা। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
ঘটনার পরপরই গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছে।
ঘটনাস্থল থেকে গুলির চারটি খোসা উদ্ধার করেছে।
স্থানীয়রা জানান, ফজরের আযানের পর রাস্তায় হাটতে বের হন মুকুল। সাাহারবাটী বাংগালপাড়া কাশেম মোড়ে পৌছালে মুকুলের ওপর গুলি করতে থাকে তিনজন। এসময় তাদের সাথে মুকুলের ধস্তাধস্তি হয়। পরে মুকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে চিৎকার দেয় মুকুল। এসময় স্থানীরা তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। বর্তমানে তার অবস্থা আশংকাজনক। সাবেক ইউপি সদস্য ফরমান আলী জানান, ভোরে শুনতে পাই মুকুলকে ৫ টি গুলি করা হয়েছে। ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখি মুকুলের শরীরের বিভিন্ন অংশে গুলি করা হয়েছে। তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। স্থানীয় বিএনপি নেতা বক্কার আলী জানান, বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর এর আগেও একাধিকার বোমা হামলা করে হত্যা চেষ্টা করা হয়। এবারও তাকে হত্যার জন্য ৫ টি গুলি করা হয়েছে। এতে অন্যান্য নেতাকর্মীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।
সাাহারবাটীর আবুল কাশেম বলেন, আমরা ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলাম, আমাদের সামনে দিয়ে মুকুল হাটতে বের হয়। কিছ্ক্ষণ পরে শুনছি মুকুলকে গুলি করা হয়েছে।
মুকুল হোসেনকে এর আগেও দুই দফায় বোমা হামলা চালিয়েছিল দূর্বৃত্তরা।
ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, গুলির ঘটনা জানতে পেরে আমিসহ পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে চারটি গুলির খোসা উদ্বার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

তোপের মুখে অফিস ছেড়ে পালালেন তহশিলদার!

জমির খাজনা ও নামজারিসহ ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা নিতে আসা ভূমি মালিকদের দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে। কাজ করে নিতে হাতে পায়ে ধরতে হচ্ছে তহশিলদারের। অনিয়মিত অফিসে আসা-যাওয়া ও সরকারের নির্ধারিত সময়ে অফিস না করা তহশিলদারের বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের এমন অভিযোগ নিত্যদিনের। স্থানীয় এসিল্যান্ড ও ইউএনওকে বলেও কোন সুরাহা না পাওয়া ভুক্তভোগীরা ফুঁসে উঠলে অফিস ছেড়ে পালালেন ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা তহশিলদার। গোপনে মাইক্রোবাস ডেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমানের। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এমন ঘটনায় এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ও হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ ঘটনার পর থেকে অফিস করছেন না এই কর্মকর্তা।

আতিকুরকে সরিয়ে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের তহশিলদার জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর অফিসের সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে পড়ে। ১৫ দিন পরে চুয়াডাঙ্গার আতিকুর রহমান নামের একজন যোগদান করেন। তিনি যোগদানের পর থেকেই শুরু হয় ভূমি মালিকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ। জেলার সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন খ্যাত সাহারবাটীতে এসে ভূমি সেবা দিতে হিমশিম খেয়ে ওঠেন আতিকুর রহমান।

দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি ইউনিয়নের সাধারণ মানুষকে ভূমি সংক্রান্ত কাজে নানা অজুহাতে হয়রানি করে আসছিলেন। ভূমি উন্নয়ন করের অনুমোদন কিংবা নামজারি কেসের রিপোর্ট দিতে গড়িমসি করতেন তিনি।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর একাধিক ভূমি মালিক জমি-জমা সংক্রান্ত কাজে অফিসে গেলে তিনি নামজারি কেসের রিপোর্টসহ অন্যান্য সেবা দিতে ব্যর্থ হন। এ সময় সাধারণ মানুষ তার কাছে কাজ সম্পন্ন না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের অফিস থেকে বের হয়ে যেতে

বলেন।

এ সময় উপস্থিতরা তাকে প্রশ্ন করেন এটা সরকারি অফিস, আমরা যদি না আসি তাহলে আপনারা অফিস খুলে বসে আছেন কেন? আপনারা তো আছেন জনগণের সেবার জন্য। জবাবে আতিকুর রহমান ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, না, আমি জনগণের সেবার জন্য নই, আমি আছি সরকারি অফিস রক্ষা করার জন্য।

এমন পরিস্থিতির পর কাজের চাপে ও জনগণের তোপের মুখে তিনি হঠাৎ অফিস ছেড়ে পালিয়ে যান। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত জানা যায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এখনো অফিসে আসেননি।

ভুক্তভোগী নাসির উদ্দিন, ইয়ারুল ইসলাম, আলী হোসেন, লিয়াকত, আব্দুল হামিদ, আনিসুর রহমান, শহিদুল, মুকুল মহরী, নজরুল মাস্টার, আনিস মাস্টার, তোফাজ্জেল, সাইফুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম ও এনায়েত আলীসহ অসংখ্য সেবাপ্রার্থী অভিযোগ করে বলেন, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আতিকুর রহমান যোগদানের পর থেকেই ভূমি মালিকরা প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। জমির হোল্ডিং খোলা, নামজারি কেসের রিপোর্ট প্রদান, খাজনা পরিশোধসহ প্রতিটি কাজে ইউনিয়নবাসীকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। তবে দ্রুত সময়ের মধ্যে দক্ষ একজন তহশিলদারকে এ অফিসে যোগদান করানোর দাবি জানান ভুক্তভোগীরা।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন বলেন, অফিসে একটু ঝামেলা হয়েছিল এমন কথা শুনেছি। তিনি মৌখিকভাবে অসুস্থতার কথা জানিয়েছেন। যদি তিনি আর সেখানে যোগদান না করেন, তাহলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) আনোয়ার হোসেন বলেন, তিনি কেন অফিসে আসছেন না, সে বিষয়ে আমি জানি না। তবে বিষয়টি আমাদের কর্তৃপক্ষকে জানাতে বলেছি।

গাংনীর সাহারবাটিতে বিএনপি’র কমিটি গঠন নিয়ে উত্তেজনা

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড কমিটি গঠন নিয়ে বিএনপি নেতা কর্মির মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকালে অনুষ্ঠিত কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন সহ একাংশের নেতৃবৃন্দ।এসময় নেতা কর্মীর তোপের মুখে পড়েন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক। পরবর্তিতে গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুরের সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

গাংনীর সাহারবাটিতে পুত্রের হামলায় পিতাসহ আহত-৩

মেহেরপুরের গাংনীর সাহাবাটি গ্রামে জমি ভাগাভাগি করে না দেয়ায় দুই পুত্রের হামলায় পিতা রেজাউল হক (৭০) তার ছেলে ইসরাফিল(৪৬) ও সামসুজ্জোহা (৪৪) আহত হয়েছেন।

আজ বুধবার সকালে সাহারবাটি পোড়াপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃদ্ধ রেজাউল চিকিৎসা নিচ্ছেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।

আহত বৃদ্ধ রেজাউল হক জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার একটি জমিতে কাজ করছিলাম। এসময় আমার বড় ছেলে নজরুল মাঠে গিয়ে আমাকে জমি থেকে বের করে দেয় এবং ওই জমি আমাকে তার নামে লিখে দিতে বলে। আমি বাড়ি চলে এসে আমার অন্য ছেলেদের বিষয়টি বল্লে আমার অন্য দুই ছেলে ইসরাফিল ও সামসজ্জোহাকে জানায়।

তারা বিষয়টির প্রতিবাদ করলে বড় ছেলে শরিফুল ও ছোট ছেলে নজরুল আমাকে ও আমার দুই ছেলে ইসরাফিল ও সামসজ্জোহাকে লাঠি ও লোহার রড

দিয়ে মারতে থাকে। এতে আমি ও আমার দুই ছেলে মারাত্নক আহত হলে প্রতিবেশিরা ছুটে এসে আমাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। আমার দুই ছেলের পায়ে ও পেটের আঘাত মারাত্বক ও আশংকা জনক হওয়ায় তাদের কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

অন্যদিকে হামলাকারি নজরুল ও শরিফুলের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাদেও পাওয়া যায়নি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক জানান, পিতা পুত্রের মারামারির বিষয়টি শুনেছি।এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ অভিযৈাগ করেনি। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীর সাহারবাটিতে অগ্নীকান্ড আসবাবপত্র ও নগদ টাকা পুড়ে ছাই

গাংনীর সাহারবাটির বালির মাঠপাড়ায় বৈদ্যতিক শর্ট সার্কিটে সৃষ্ট অগ্নীকান্ডে আবদুর রাজ্জাক নামের এক কৃষকের বসতবাড়ি, আসবাবপত্র,নগদ টাকা পুড়ে গেছে। অগ্নীদগ্ধ হয়ে মারা গেছে দু’টি ছাগল। একটি গরু অগ্নীদগ্ধ হয়েছে । অগ্নীকান্ডে ওই কৃষকের নগদ টাকাসহ প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

শনিবার ভোর রাতে এই অগ্নীকান্ডের ঘটনা ঘটে। আব্দুর রাজ্জাক জানান, শনিবার ভোর রাতে হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখে প্রতিবেশিরা চিৎকার দেয়। আমি উঠে দেখি আমার বাড়িতেই অগুন জ্বলছে। আমি চিৎকার দিলে প্রতিবেশিরা ছ’টে আসে এবং পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

এসময় বামুন্দি ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ঘটনা স্থলে পৌছানোর আগেই ঘরে থাকা সমিতির ঋণ নেয়া নগদ ৩০ হাজার টাকা,আসবাপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এসময় দুটি বড় খাসি ছাগল পুড়ে মারা গেছে ও একটি গরু অগ্নীদগ্ধ হয়েছে। গরুটির অবস্থাও আশংকা জনক। এতে তার প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী

করেছেন ওই কৃষক।

গাংনীর সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ানের স্থান নির্বাচন

গাংনীর সাহারবাটিতে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম দেখছে আলোর মুখ,খুব শিঘ্রই শুরু হবে কাজ। স্থান নির্বাচন,মাটি পরিক্ষাসহ সবধরনের প্রস্ততি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ শুরুর জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি টীম জায়গা পরিদর্শন করেছেন। এবং মাঠের চারপাশে লাল নিশান দিয়ে স্থান নির্বাচন কাজ সম্পন্ন করেছে। কাজ বাস্তবায়নে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম প্রকল্প প্রকৌশলী শফিকুল ইসলাম মিনি স্টেডিয়ামের কাজের লে আউট প্রদানের কাজ সম্পন্ন করেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা নির্মাণ ব্যায় ধরা হয়েছে। স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের ব্যামধ্যে রয়েছে ভূমি উন্নয়ন ও খেলার মাঠের উন্নয়নসহ পাঁচ ধাপ বিশিষ্ট ৩০০ ফিটের গ্যালারি এবং ৩ তলা বিশিষ্ট একটি প্যাভিলিয়ন ভবন।

গাংনী উপজেলা শহর থেকে ৪◌ার কিলোমিটার পশ্চিমে সাহারবাটি গ্রাম। জমিজমা জটিলতা না থাকায় এবং বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সাহারবাটি ফুটবল মাঠ টি মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের উপযোগী হিসেবে মনোনীত করা হয়। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সাহারবাটি গ্রামের ফুটবলমাঠে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ হওয়ায় এলাকাবাসী সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দুএক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে।

গাংনীর সাহারবাটি ইাউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যের উপর হামলা

গাংনীর সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য আসমা খাতুনের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

হামলাকারী আক্তার হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়নের ভোমরদহ গ্রামের আইওল ফকিরের ছেলে ও ৩ নং ওয়ার্ডে ভোমরদহ গ্রামের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) সাবান আলীর ভাইস্তে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আসমা খাতুন বর্তমান গাংনী উপজেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম পুলিশ শ্রী প্রভাস কুমার জানান, আজকে চাল বিতরণ ছিল। পবিত্র ঈদের ভিজিএফ’র চাল বিতরণ চলছিল।আক্তার হোসেনও ভিজিএফ’র চাল নিতে এসেছিলেন। চাল নিয়ে ফেরার পথে আসমা খাতুনকে পরিষদের সামনে হামলা শুরু করেন।আসমাকে অনাকাংখিতভাবে হামলা করে রক্তাক্ত করেছে সে। তার আত্মচিৎকারে আমরা ছুটে গেলে সে পালিয়ে যায়। পরে আসমা খাতুনকে উদ্ধার করে গাংনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সাহারবাটি ইউনিয়নের ৩ নং ওয়ার্ডের ভোমরদহ গ্রামের সদস্য ও হামলকারীর চাচা সাবান আলী মেম্বর বলেন, এখন সবাই আমাকে দোষ দিচ্ছেন। সে আমার ভাইস্তে হলেও আমি জানিনা কি কারণে মেম্বরের উপর হামলা করেছে সে। আমি জানি তার আইডি কার্ড নিয়ে চাল নিতে এসেছে। এর মধ্যে মেম্বরকে হামলা করেছে। আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

গাংনীর সাহারবাটিতে সততার পুরস্কার পেলেন দুই নৈশ প্রহরী

টাকা ভর্তি মানিব্যাগ পেয়ে তিনদিন পর প্রকৃত মালিককে মানিব্যাগ পৌঁছে দেয়াই সততার প্রতিদান হিসেবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনে পুরস্কৃত হলেন গাংনী উপজেলার সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী।

সোমবার পড়ন্ত বিকেলে সাহারবাটি বাজারের দুই নৈশ প্রহরী আমজাদ হোসেন ও সারাত হোসেন কে পুরস্কৃত করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি, সাহারবাটি স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোঃ রাকিবুল ইসলাম টুটুল। নৈশ প্রহরী পুরস্কৃত হয়ে টাকা ভর্তি মানিব্যাগ এর চেয়েও অনেক বেশি সম্মানিত হয়েছেন বলে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সেই সাথে সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি মনে করে অন্যের সম্পদ আমার কাছে আমানত স্বরুপ। একজনের জানমাল আমি নিরাপদে রাখলে,আমার জান মালের নিরাপত্তা অন্যরাও গুরুত্ব দেবে। পুরস্কার যে মানের ই হোক এটি লক্ষ-কোটি অর্থের চেয়েও অনেক দামি। মানিব্যাগে যে টাকা ছিল তা হয়তো কয়েক নিমেষেই ফুরিয়ে যেত। আত্মসম্মান পেয়েছি তা কখনো ফুরাবার নয়। পুরস্কৃত হবো এমন প্রত্যাশা আমাদের ছিল না। তবুও আমাদের কর্মের দ্বারা সম্মানিত হয়েছি।

ফেরত পাওয়া মানিব্যাগের মালিক ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল বলেন, গত তিনদিন আগে সাহারবাটি বাজারে আমার একটি মানিব্যাগ হারিয়ে যায়। মানিব্যাগে যে পরিমাণ টাকা ছিল তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল কাগজপত্র। আমার ফেসবুক ওয়াল সহ পরিবর্তনের মেহেরপুর নামক একটি ফেসবুক ওয়ালে মানিব্যাগটি ফেরত দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

সে আহবানে সাড়া দিয়ে সাহারবাটি বাজারে নৈশপ্রহরী আমজাদ হোসেন ও সারাত হোসেন আমাকে মোবাইল ফোনে ডেকে মানিব্যাগটি ফেরত দেন। আমি দুজন নৈশপ্রহরীর সততা দেখে হতবাক হয়ে পড়ি। মানি ব্যাগটি ফেরত পেয়ে খুলে দেখি তারা একটি টাকাতেও হাত দেয়নি বরং কাগজপত্রগুলো হেফাজতে রেখেছেন।

রাকিবুল ইসলাম টুটুল আরও বলেন, তাদের সততার মূল্য হয়ত দিতে পারব না তবুও হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দুজনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এ সময় সাহারবাটি বাজারের ব্যবসায়ীসহ স্বেচ্ছায় রক্তদান ক্লাবের সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।